ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

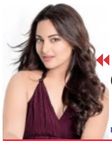

সোনাক্ষী সিনহা 'ভণ্ড', কেন এই সমালোচনা?

ct 7

ভয়াবহ আর্থিক প্রতারণার সাথে জড়ালো গিলসহ চার ভারতীয় ক্রিকেটারের নাম

ct 8

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০০৮ ● কলকাতা ● ২৩ পৌষ, ১৪৩১ ● বুধবার ● ০৮ জানুয়ারী ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে জরুরী বৈঠক ডাকলেন মমতা

বেবি চক্রবর্ত্তী

গঙ্গাসাগর মেলা খতিয়ে দেখার পর আজ কলকাতায় ফিরে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ, মঙ্গলবার কলকাতায় ফিরেই আগামীকাল বুধবার নবান্নে জরুরি বৈঠক ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকে বাণিজ্য সম্মেলন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের ৫-৬ তারিখে বাংলায় বসবে বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন। ২০২৬

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

বাঘ প্রসঙ্গ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে

বেবি চক্রবর্ত্তী :কলকাতা

২০ ডিসেম্বর শুরুটা হয়েছিল ঝাড়গ্রামের কটচুয়ার জঙ্গল থেকে। সেখান থেকে বেলপাহাড়ির কাঁকড়াঝোড়, ময়ূরঝর্না-সহ বিভিন্ন এলাকায় একদিন কাটিয়ে পুরুলিয়ার রাইকা পাহাড়! সেখানে দক্ষ বনকর্মীদের টানা সাতদিন নাস্তানাবুদ করার পর শুশুনিয়া পাহাড় টপকে বাঁকুড়ায় ঢুকে ২৯ ডিসেম্বর ঘুম পাড়ানি গুলি খেয়ে ক্ষান্ত হয়েছিল বাঘিনি জিনাত বেশি দিন কাটেনি। এরই মধ্যে আবার হঠাৎ বাঘের প্রসঙ্গ উঠে এল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে। আবারও নাকি একটা বাঘ 'পাঠিয়ে দেওয়া' হয়েছে বাংলায়। সোমবার গঙ্গাসাগর মেলার মঞ্চ থেকেই মমতা বললেন, 'কেউ ধরতে পারল না। আমরা যেই বাঘকে ধরলাম ওমনি বলে ফেরত দাও, ফেরত দাও। আবার একটাকে পাঠিয়ে দিয়েছে। আতঙ্ক আমরা সহ্য করব। আর যেই আমাদের লোকেরা ধরবে ওমনি দাও দাও শুরু করল। কোনও রকম তাকে আহত না করে যেভাবে আমরা বাঘ ধরেছি সেটা একটা মডেল। এরই মধ্যে আবার একটা পাঠিয়ে দিয়েছে। এ আবার কী?এখানেই থামেননি মমতা। হুঙ্কারের সুরে বলেন,

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

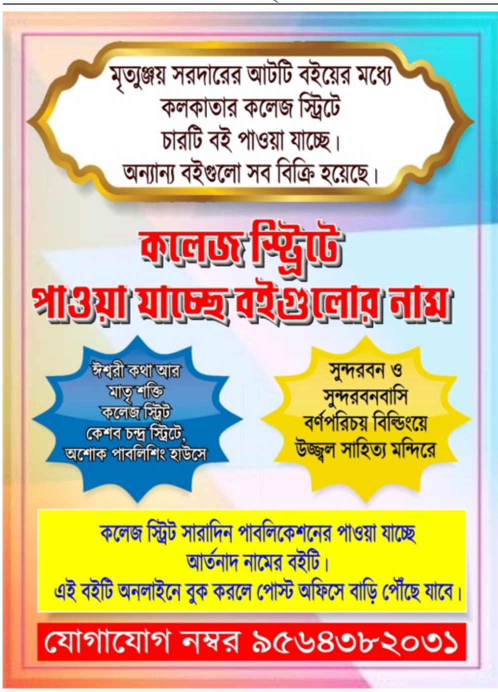

মহাতীর্থ গঙ্গাসাগর মেলা

শ্রী তারকব্রহ্ম দাস ব্রহ্মচারী

ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতি ও সাহিত্যে গঙ্গাসাগর সঙ্গম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মহাতির্থ। অতি প্রাচীন কাল হতেই অধ্যত্ম পথের সাধক, মুনিঋষী, সাধুসন্তগণ গঙ্গার তটভূমিতে আশ্রয় নিয়ে তারা তাদের পরম প্রাপ্তি লাভ করেছেন। অগনিত মঠ মন্দির দেবালয় তীর্থক্ষেত্র গড়ে উঠেছে গঙ্গার উভয় তীরে। গঙ্গাতীরে যাগ - যজ্ঞ, শাস্ত্রপাঠ, দান তপস্যা, জপ, শ্রাদ্ধকৃত্য, দেবতা পূজন যা কিছু অনুষ্ঠিত হয় তা কোটিগুণ ফল প্রদান করে। তাই গঙ্গার পবিত্রতায় আকৃষ্ট হয়ে পরমাকর্ষণে সাধুসন্ত গন আশ্রয় গ্রহণ করেন গঙ্গার পূণ্য তটভূমিতে।মহর্ষি কপিল দেবের সাধনার পাদপীঠ গঙ্গাসাগর সঙ্গম। এই সুপ্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র সাধু সন্ন্যাসী ও ধর্মপ্রাণ মানুষের এক মহান তীর্থস্থান। বঙ্গদেশের ভৌগোলিক সীমারেখার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত নদী ও সমুদ্র বিধৌত নিম্নভূমিই গঙ্গাসাগর সঙ্গম নামে পরিচিত।এখানেই ধ্যানরত কপিল দেবের হুঙ্কারেই সগর রাজের ষাট হাজার সন্তান ভস্মীভূত হয়েছিল।সগর সন্তানগণের সন্ধানে আগত অংশুমানকে কপিলমুনি বলেন- যদি পুণ্যতোয়া গঙ্গাদেবী এসে এদের অভিষিক্ত করেন তবেই এরা মুক্ত হতে পারবেন। অতঃপর সগররাজ, অংশুমান, দীলিপ বহু তপস্যা করেও উর্দ্ধলোক হতে গঙ্গাকে আনয়ন করতে সক্ষম হন নাই। অবশেষে রাজা ভগীরথ পিতৃপুরুষদের উদ্ধারের জন্য কঠোর তপস্যা করে গঙ্গাকে আনয়ন করে কপিল দেবের আশ্রমের নিকটে সাগর তটে নিয়ে আসলে মুনিবর গঙ্গাদেবীকে স্বাগত জানিয়ে সগর সন্তানগণের দুর্গতির কথা নিবেদন করেন। ত্রিলোকপাবনী মাতা গঙ্গাদেবী তখন পবিত্র সলিল সিঞ্চনে ভস্মীভূত সগর সন্তানগণকে দিব্য

গতি প্রদান করেন। পবিত্র গঙ্গাসলিলের স্পর্শ পেয়ে সগর সন্তানগণ মুক্ত হলেন। এই সেই শুভ্র বালুকাযুক্ত সুবিস্তৃত বেলাভূমি, নিকটে সবুজ বনানী, সীমাহীন সৌন্দর্য সম্ভারে সজ্জিত ভূমিই গঙ্গাসাগর সঙ্গম।

গঙ্গাসাগর সঙ্গম মহাতীর্থ একবার বা একদিনের জন্য নয়, গঙ্গাসাগর সঙ্গম নিত্য মহাতীর্থ। কোননা গঙ্গাসাগর মহাতীর্থের মাহাত্ম্য অপরিসীম, অনির্বচনীয় এবং অপরিমেয়। স্কন্দ পুরানে আছে- মানব সকল তীর্থ দর্শন, দান, তপস্যা, দেবপূজা, যজ্ঞাদিতে যে ফল লাভ করেন, তা একমাত্র গঙ্গাসাগর সঙ্গমে স্নানে লাভ হয়- " লভতে পুরুষ: সর্ব্বং স্নাত্বা সাগর সঙ্গমে। " পদ্ম পুরাণে আছে- কলিযুগে একমাত্র গঙ্গাকেই আশ্রয় করা কর্তব্য- " কলৌ গঙ্গা সমাশ্রয়েৎ। " যারা সশরীরে গঙ্গা স্নানে যেতে অসমর্থ তারাও যদি - "গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রুয়াৎ যোজনাঙ শতৈরপি। মুচ্যন্তে সর্ব্ব পাপেভ্য বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি। " অর্থাৎ কেহ যদি ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে লত যোজন (আটশত মাইল) দূরে বসে - " গঙ্গা গঙ্গা " বলে ডাকেন সকল প্রকার পাপ মুক্ত হয়ে তিনিও ভগবান বিষ্ণুর লোকে গমন করেন।

গঙ্গাসাগর মেলার প্রধান আকর্ষণ শ্রীকপিল দেবের মন্দির।শ্রীমন্দিরে কপিলদেব পদ্মাসনে যোগরূঢ় অবস্থায় উপবিষ্ট। তাঁর বাম হাতে কমণ্ডুল,ডান হাতে জপমালা, শিরোদেশে পঞ্চনাগ ছত্রবৎ অবস্থিত। শ্রীকপিল দেবের দক্ষিণে শ্রীগঙ্গাদেবীর বিগ্রহ। ইনি চতুর্ভুজা এবং মকর বাহন। শ্রীহস্ত সমূহে শঙ্খ, পদ্ম, অমৃতকুম্ভ ও বরাভয়। সন্মুখে মহাতাপস ভগীরথ। কপিলদেবের বিগ্রহের বামপার্শ্বে সগর রাজ ভক্তি বিনম্র চিত্তে করজোড়ে অবস্থান রত। এই গঙ্গাসাগর সঙ্গমে মকর সংক্রান্তি দিবসে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী মহাস্নান করে থাকেন। গঙ্গাস্নান, গঙ্গাপূজা, গঙ্গায় তর্পনাদি অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তির সহিত এই পূন্য দিবসে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।গঙ্গাসাগর সঙ্গমে মকর স্নানের বিশেষ মন্ত্র,যথা– " ত্বতং দেব সরিতাং নাথ তং দেবী সরিতাম্বরে।

উভয়োঃ সঙ্গমে স্নাত্বা মুঞ্চামি দুরিতানি বৈ।। "

এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক স্নান করা অবশ্য কর্তব্য। স্নানান্তে দানাদি কার্য বিধেয়।

জগৎ জীবের উদ্ধারের জন্য ত্রিলোক পাবনী গঙ্গাদেবীর এই জগতে আগমন। তাই আমরা এই মহাতীর্থ গঙ্গাসাগর সঙ্গমে মকর সংক্রান্তির স্নান মহোৎসবের দিনে ত্রিলোক জননী গঙ্গাদেবীর চরণ সমীপে প্রার্থনা করি- হে মাত: গঙ্গে! আপনি এই ভারত ভূমিতে শুভাগমন করে যেমন সুজলা- সুফলা- শস্য- শ্যামলায় প্রাকৃতিক সম্পদে দেবী বসুন্ধরাকে সমৃদ্ধ করেছেন, ভস্মীভূত সগর সন্তানগণের পরম কল্যাণ বিধান করেছেন, তেমনি-" হে শান্তি সম্পাদন কারিণী! হে প্রনতার্তিহারিণী জগন্নাত:! দু:খ- ক্লেশে লাঞ্ছিত, ত্রিতাপে দগ্ধীভূত, বেদনায় আর্তনাদ গ্রস্থ জীব- জগতের প্রতি আপনার তরঙ্গ থেকে আগত স্নিগ্ধ সমীরণ প্রবাহিত করে তাদের ত্রিতাপে তাপিত হৃদয়ে সুশীতল শান্তির স্পর্শে পরমানন্দের সঞ্চার পূর্বক পরম কল্যাণ বিধান করুন।

মিশন বাল্মীকি সরকার 10 জন প্রার্থীর প্রথম তালিকা প্রকাশ করেছে

নয়াদিল্লি, জানুয়ারী 5, 2025 (এজেন্সি)

মিশন বাল্মীকি সরকার দিল্লি বিধানসভা নির্বাচন 2025 এর জন্য 10 জন প্রার্থীর প্রথম তালিকা প্রকাশ করেছে।

জারি করা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, দিল্লির বস্তি সরাই রোহিল্লায় মিশনের কর্মীদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়।

তালিকা অনুযায়ী, মিঃ অশোক অগয়ানি- নিউ দিল্লি অ্যাসেম্বলি, মিঃ রঘুবীর- সুলতানপুর মাজরা, কুমারী ভাবনা- শাহদারা, মিঃ ভিকি গেহলট- রাজেন্দ্র নগর, মিঃ বিনোদ দুলগাছ- মাটিয়ালা, মিঃ আমান পার্চা- ত্রিলোকপুরী, মি. বিজয় কুমার - মুন্ডকা, মিঃ দীপক কুমার - তিলক নগর, মিঃ বিজেন্দ্র পাওয়ার - সীমাপুরী এবং মিঃ সত্যবীর-ত্রিনগর বিধানসভা প্রার্থী হবেন।

বৈঠকে আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে দিল্লি বিধানসভা নির্বাচন 2025 অ্যাডভোকেট তুষার বাল্মিকি, শ্রী বিনোদ দুলগাছ এবং শ্রী আকাশ বালগুহের নেতৃত্বে শ্রী অশোক আজনানিকে প্রধান ইনচার্জ

এবার অভিনব কায়দায় প্রতারণা চার চাকা গাড়ির নম্বর প্লেট থেকে শুরু করে ব্লু বুক নকল করে বাইকে ব্যবহার

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

অভিনব কায়দায় প্রতারণা। চারচাকা গাড়ির নম্বর প্লেট থেকে শুরু করে ব্লু বুক নকল করে বাইকে ব্যবহার। গ্রেফতার এক যুবক। বাজেয়াপ্ত হয়েছে বাইকটি।পুলিশ সূত্রে খবর, গত ৪ তারিখ রাতে রাজারহাট মোড়ে নাকা চেকিংয়ের সময় একটি বাইককে আটক করে পুলিশ। অনলাইনে জরিমানা করা হয়। সঙ্গে-সঙ্গে সেই গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বরের সঙ্গে লিঙ্কে থাকা ফোনে জরিমানার তথ্য সহ মেসেজ যায়।ঘটনাচক্রে ওই নম্বরটি আদতে দীপাঞ্জন কর নামের এক ব্যক্তির। তাঁর আবার রয়েছে চার চাকা মারুতি গাড়ি। যে সময় জরিমানার মেসেজ যায় দীপাঞ্জনবাবুর কাছে, সেই সময় তাঁক গাড়ি ওই মুহূর্তে সারাইয়ের জন্য ছিল গ্যারাজে। ফলে জরিমানার মেসেজ ঢুকতেই হকচকিত হয়ে পড়েন তিনি। তড়িঘড়ি দীপাঞ্জনবাবু রাজারহাট থানার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে বাইকটি আটক করে রাজারহাট থানার পুলিশ।

তদন্তে নেমে দেখা যায় মারুতি গাড়িটি বারাসত আরটিও থেকে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। আবার এই বাইকের নম্বারটি ওই একই নম্বরের। তাঁর একটি ব্লু বুকও রয়েছে। বাইকের মালিকের নাম ভাস্করত কৃষ্ণ মণ্ডল। তিনি শাসন এলাকার বাসিন্দা। এর পিছনে কোনও চক্রও কাজ করছে কি না, খতিয়ে দেখছে পুলিশ। কীভাবে তারা ব্লু বুক পেল, আরটিও থেকে কোনও রকম জালিয়াতি তারা করেছিল কি না সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃতকে আজ আদালতে তোলা হবে।

(১ম পাতার পর)

গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে জরুরী বৈঠক ডাকলেন মমতা

সালে বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন আছে। তার প্রাক্কালে এই বৃহৎ মঞ্চ থেকে বাংলার শিল্প সম্ভাবনা রাজ্যবাসীর কাছে তুলে ধরতে চান মুখ্যমন্ত্রী। তাই এই বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

এই বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বারবার বৈঠক করেছেন। সেই মতো দায়িত্ব ভাগ করে দিয়েছেন। এবার বিস্তারিত রিপোর্ট নেওয়ার পালা। এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ-সহ প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যসচিবের কাছ থেকে সব তথ্য জানতে চাইবেন। গত সপ্তাহে নবান্নে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়েছিল। সেখানে কিছু তথ্য উঠে এসেছে। এবার বিস্তারিত রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীকে পেশ করবেন মুখ্যসচিব। মুখ্যমন্ত্রী সবকিছু দেখে সিলমোহর দিলেই জোরকদমে শুরু হয়ে যাবে কাজ।

রাজ্যে বিনিয়োগ এবং শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিদেশ সফরে গিয়েছেন লগ্নি টানতে। এবার শুধু মানুষের সামনে নিয়ে আসার পালা। যাতে বাংলার বেকার শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান হয়। এই বৈঠকে ডাকা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগমের প্রতিনিধিদের। সেখান থেকেও রিপোর্ট নেবেন মুখ্যমন্ত্রী। শিল্পের উন্নয়ন এবং বিনিয়োগের পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে পরিকল্পনা কতটা এগিয়েছে সেটাও পর্যালোচনা করা হবে। শিল্পের জন্য পশ্চিমবঙ্গকে একটি আদর্শ বিনিয়োগ কেন্দ্র হিসেবে তুলে ধরতে চান মুখ্যমন্ত্রী।

(১ম পাতার পর)

বাঘ প্রসঙ্গ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে

'যদি পাঠাতেই হয় তাহলে চিরকালের জন্য পাঠাক। আমরা রেখে দেব। তোমাদের জায়গা না থাকলে আমাদের টাইগার রিসোর্ট সেন্টার আছে, আমাদের ফরেস্ট আছে, সেখানে রেখে দেব। তোমাদের রাখার জায়গা নেই। কী করলে? নিয়ে গিয়ে জলে ছেড়ে দিলে। সেই জল পেরোতে কতক্ষণ। আবার একটা চলে এসেছে। আমি ওড়িশা সরকারকে দোষারোপ না করে অনুরোধ করব যে তাদের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট যেন ব্যাপারটা দেখে। সব সময় যেন আমাদের দোষারোপ না করে। এর জন্য পাঁচটা দিন অনেকে দুর্ভোগের মধ্যে দিয়ে কাটিয়েছে। আমাদের পুলিশ কনভয় করে বাঘকে ফেরত দিয়ে এসেছে।স্পষ্ট জানিয়ে দেন, আবার যে বাঘটা ঢুকেছে খোঁজ খবর করে তাকে যেন উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়। বলেন, 'বারবার আমার রাজ্যের মানুষ ভোগান্তি পোহাবে, তা হতে দেব না। বন্য জন্তুকে আমরা ভালবাসি। পাশাপাশি একটা মানুষের জীবনের দামও অনেক। আমি একতরফা কথা বলি না। কারণ, বন, অরণ্য, জঙ্গল পাহাড় সমুদ্র প্রকৃতি মাতার দান। আমরা সবাইকে ভালবাসি। সাথে সাথে মানুষের জীবনটাও রক্ষা করতে হবে।

ভূমিকম্প – সাত সকালেই কেঁপে উঠলো কলকাতা

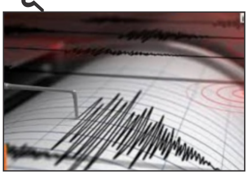

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

সাত সকালেই মানুষ ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। ঘর কেঁপে ওঠে। বহুতলে কোথাও কোথাও ফ্যান দুলতে থাকে। মানুষের মনে তৈরী হয় ত্রাস।

মঙ্গলবার শীতের সকালে যখন ভাল করে ঘুম ভাঙেনি শহরবাসীর, তখনই আচমকা কেঁপে ওঠে কলকাতা ও আশপাশের এলাকা। শুধুমাত্র দক্ষিণবঙ্গ নয়, উত্তরবঙ্গেও অনুভূত হয়েছে প্রবল কম্পন। আতঙ্কে রাস্তায় নেমে পড়েন সাধারণ মানুষ। প্রায় ১ মিনিট ধরে অনুভূত হয় কম্পন। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গে নয়, পড়শি রাজ্য বিহারেও ব্যাপক কম্পন অনুভূত হয়েছে। একদম দক্ষিণবঙ্গ আর উত্তরবঙ্গে কম্পন ভালো অনুভূত হয়। মধ্যেবঙ্গে ততটা বোঝা যায়নি।

ইতিমধ্যে সামনে যা তথ্য এসেছে তা থেকে জানা যাচ্ছে, ভারত, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ, এমনকী চিনও কেঁপে উঠেছে এই ভূমিকম্পে। কম্পন থেকেই অনুমান করা যাচ্ছে রিখটার স্কেলে এই ভূমিকম্পের মাত্রা অনেকটাই বেশি। জানা গিয়েছে, ভূমিকম্পের উৎসস্থল নেপালে। রিখটার স্কেলে মাত্রা ছিল ৭.১। সংবাদসংস্থা এএনআই সূত্রে খবর, নেপালের লোবুচে থেকে ৯৩ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে এই কম্পনের উৎসস্থল। গভীরতা ১০ কিলোমিটার। উৎসস্থলে ক্ষয়ক্ষতি কতটা হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে ভূমিকম্পে প্রবল ক্ষতির অভিজ্ঞতা সদ্য কাটিয়ে উঠেছে নেপাল। ১০ বছর আগে অর্থাৎ ২০১৫ সালে ৭.৮ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল নেপাল। ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল সে দেশের একটা বড় অংশ। আজকের ভূমিকম্পের বিস্তারিক খবর এখনও জানা যায়নি।

সম্পাদকীয়

এসএসসি, ওবিসির পর ডিএ মামলাও পিছোল সুপ্রিম কোর্টে

এসএসসি, ওবিসি মামলার পর রাজ্যের আরও এক গুরুত্বপূর্ণ মামলা পিছিয়ে গেল সুপ্রিম কোর্টে। মঙ্গলবার রাজ্য সরকারি কর্মীদের ডিএ সংক্রান্ত মামলার শুনানি সুপ্রিম কোর্টে হওয়ার কথা থাকলেও, সেটা হল না। আগামী মার্চে নতুন বেঞ্চ গঠন করে ডিএ মামলার শুনানি হতে পারে। তবে নির্দিষ্ট কোনও তারিখ শীর্ষ আদালত দেয়নি।গত জুলাই মাসে ডিএ নিয়ে কলকাতার হাই কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে রাজ্যের করা মামলা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে টানাপোড়েন চলছে সুপ্রিম কোর্টে। সেই নভেম্বরে স্পেশ্যাল লিভ পিটিশন দায়ের হলেও মামলার চূড়ান্ত শুনানি এ পর্যন্ত হয়নি। প্রথম শুনানিতেই মামলা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত। ফলে মামলায় নতুন বেঞ্চ গঠন করতে হয়। এরপর একাধিকবার মামলার বেঞ্চ বদল হয়। মঙ্গলবারও মামলার নতুন করে শুনানি হওয়ার কথা ছিল। সেটাও হল না। আবারও এই মামলায় নতুন বেঞ্চ গঠিত হবে।এদিন শুনানির শুরুতেই বিচারপতি বলেন, এই মামলার দীর্ঘ শুনানি প্রয়োজন। প্রথমে চার সপ্তাহ বাদে শুনানির কথা বলেন। এই সময় মামলাকারীদের আইনজীবী করুণা নন্দী নির্দিষ্ট তারিখের অনুরোধ করেন। তার পরই মার্চে শুনানির নির্দেশ দেন বিচারপতি ঋষিকেশ রায়। করুণার পালটা আবেদন, যেন তালিকার শুরুর দিকে রাখা হয় মামলা। বিচারপতি বলেন গুরুত্ব দিয়েই শোনা হবে।

উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় হারে বর্ধিত ডিএ -র সমতুল হারে ডিএ পাওয়ার দাবিতে রাজ্য সরকারি কর্মীদের দীর্ঘদিনের আন্দোলন চলছে। তা এবার শীর্ষ আদালতের বিচারাধীন। তবে বারবারই সুপ্রিম কোর্টে মামলা পিছিয়ে যাচ্ছে। আর তার জেরে দিশাহীন হয়ে বারবারই হতাশ হতে হচ্ছে আবেদনকারীদের।

টেন্ডার

TENDER NOTICE

Tender is invited though offline Bid System vide **NIT No. 16/Rampara-I GP/2024-25**, with vide **Memo No. -13/Ram-I/15th CFC (Untied)/2024-25 Dated: 06-01-2025** by the Prodhan Rampara-I Gram Panchayat. Last Date of Application : **17-01-2025 up to 12.00 NOON**. Interested contractors please visit Prodhan of Rampara-I Gram Panchayat.

Sd/-, Prodhan
Rampara-I Gram Panchayet
Rampara, Murshidabad

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(দ্বিতীয় পর্ব)

কোন ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় নি। তবে আমরা সকলেই জানি প্রাচীন কলকাতার অন্যতম একটি দর্শনীয় পীঠস্থান হল কালীঘাটের মন্দির। ঐতিহাসিক ভাবে এই কালীঘাট অঞ্চলটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। শোনা যায় এই কালীঘাটের অধিষ্ঠাত্রী দেবী নাকি খুব জাগ্রত। তাই

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

আসামের কয়লা খনিতে ১১ শ্রমিক আটকে পড়েছেন, উদ্ধারকাজ চলছে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ভারতের আসাম রাজ্যের একটি কয়লা খনিতে সোমবার(৬ জানুয়ারি) অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে পানি প্রবাহিত হয়ে অন্তত ১১ জন শ্রমিক আটকে পড়েছেন। খনির গহ্বরে প্রবল বন্যা সৃষ্টি হয় এবং বেশ কয়েকজন শ্রমিক সেখান থেকে বের হতে সক্ষম হলেও অনেকেই আটকে পড়েন।

প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, ওই দিন সকালে ২৭ জন শ্রমিক খনিতে প্রবেশ করেছিলেন। স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তা মায়াঙ্ক ঝা জানিয়েছেন, খনিটি খুবই দূরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত এবং পানি প্রবাহিত হয়ে শ্রমিকদের আটকে ফেলে।

আসাম রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এক বিবৃতিতে বলেন, "উমরাংশু এলাকায় কয়লা খনিতে শ্রমিকরা আটকে পড়েছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আমি সবার নিরাপত্তা কামনা করছি।

এখন উদ্ধার কাজ চলছে এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সাহায্যের জন্য সেনাবাহিনী

এবং উদ্ধারকারী দল পাঠানো হয়েছে। তবে, আটকে পড়া শ্রমিকদের সঠিক সংখ্যা এখনো নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।

এটি খনির নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর নতুন করে প্রশ্ন তুলছে এবং এই ধরনের দুর্ঘটনা রোধে আরও সতর্কতার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে।

শিবরাত্রি ব্রতের ব্যাখ্যা করেন মহাদেব স্বয়ং

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ভারত বর্ষ তথা বাংলা জুড়ে বাঙালির লোকসংস্কৃতি ও পূজা-পার্বণ শিবরাত্রি পালিত হয়। শিবরাত্রি মোটেই শুধু মেয়েদের পালনীয় ব্রত নয়। ছেলেরাও শিবরাত্রি করতে পারে। করেও। আসলে প্রথম শিবরাত্রি তো করেছিল এক জন পুরুষই! সেই ইতিহাস আজ আমার কলমে!

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

গঙ্গাসাগর মেলায় ইসকন সেবা শিবির ২০২৫

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে গঙ্গাসাগর মেলায়,ইস্কন গঙ্গাসাগর শাখা কেন্দ্র দ্বারা (গঙ্গাসাগর মেলার ৫ নম্বর রাস্তায় হ্যালিপ্যাড ও কে-২ বাস স্ট্যান্ডের নিকটে) তীর্থ যাত্রীদের জন্য সেবা শিবির তৈরি করা হয়েছে।এই সেবা শিবির ২০ বছরে পদার্পণ করলো।১১ ই জানুয়ারী শনিবার ২০২৫ থেকে চলবে ১৬ ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার ২০২৫ পর্যন্ত,এই ৬ দিন ব্যাপী।এবছর লক্ষাধিক তীর্থযাত্রীদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে (পেট ভরে) প্রসাদ বিতরণ করা হবে, চিকিৎসা শিবির ও বস্ত্র বিতরণ (কম্বল),গীতা ও ধর্মীয় পুস্তক বিতরণ ইত্যাদি পরিসেবা দেওয়া হবে।এছাড়াও ৬০০ স্বেচ্ছাসেবক এই সেবা শিবিরে নিরলসভাবে দিবা-রাত্র সেবায় নিযুক্ত থাকবেন।অস্থায়ী রাত্রিকালীন বাসস্থান (Night Shelter) দেওয়া হবে।

বিশ্বশান্তি,সংহতি ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ জাগরনের জন্য ১০ ই জানুয়ারি সমুদ্র সৈকতে আন্তর্জাতিক ভক্তবৃন্দের দ্বারা(২টো থেকে ৫টা পর্যন্ত)বিশেষ হরিনাম সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হবে।১১ ই জানুয়ারি শনিবার সকাল ৬ টা থেকে ৮ টা পর্যন্ত ইসকন গঙ্গাসাগর মন্দির থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে ও বিকেল ৩ টে থেকে ৭ টা পর্যন্ত সমুদ্র সৈকতে মহা হরিনাম ও নগর সংকীর্তনের আয়োজন করা হয়েছে। বিশ্ব শান্তির প্রচার এবং ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতি ২১ টি দেশের ৮০ জন আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণকারীর আনন্দময় বৈদিক নৃত্য এবং আধ্যাত্মিক সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় মহাতীর্থ গঙ্গাসাগর পরিনত হবে মিলন মেলায়।গঙ্গাসাগর মেলার সাফল্য ও আগত তীর্থযাত্রীদের মঙ্গল কামনায় ইসকন গঙ্গাসাগর মন্দিরে একটি বিশেষ যজ্ঞের আয়োজন করা হবে ১২ থেকে ১৫ ই জানুয়ারি ২০২৫ এই ৪ দিন ব্যাপী বিকেল ৪ থেকে ৫ টা পর্যন্ত এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান চলবে।আধ্যাত্মিক ও মানবিক মূল্যবোধকে বিশ্বব্যাপী প্রচার ও প্রসারের জন্য আমাদের এই মহান উদ্যোগ।

সব তীর্থ বার বার,গঙ্গাসাগর একবার। আসুন, মহাতীর্থ গঙ্গাসাগর সঙ্গমে মহা সন্ধিক্ষণে মকর সংক্রান্তির পূণ্য লগ্নে অবগাহন করে আমাদের মানব জীবনকে ধন্য করি।

রসিক গৌরাঙ্গ দাস
জনসংযোগ আধিকারিক
ইসকন, শ্রীমায়াপুর
নদীয়া, পিন – ৭৪১৩১৩
০৭/০১/২০২৫
Mob- 9475438281/ 9932316989
Email- iskconmediaoffice @gmail

রাজ্যে একাধিক স্কুলে কম পড়ুয়া সংখ্যা, বিদ্যালয়গুলি সংযুক্ত করতে তথ্য চাইলেন ব্রাত্য

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

রাজ্যের সরকারি যে সব স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা কম সেই স্কুলগুলিকে সংযুক্ত করা হবে। সোমবার দক্ষিণ কলকাতার এক স্কুলে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এমনটাই জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। মন্ত্রীকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, 'রাজ্যের একাধিক স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা মাত্র একজন।' জবাবে ব্রাত্য বসু জানিয়েছেন, অনেক স্কুলেই ছাত্রছাত্রী নেই।আর একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, পড়ুয়া সংখ্যার হিসাবে রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে প্রায় ১২০০ শিক্ষক বেশি রয়েছেন। যে স্কুলগুলিতে আনুপাতিক হারে অতিরিক্ত শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী রয়েছেন, তাঁদের প্রয়োজন অনুসারে বদলির ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে। বিশেষ করে যে স্কুলগুলিতে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত তুলনায় কম রয়েছে, সেখানে তাঁদের বদলির কথা ভাবছে শিক্ষাদপ্তর। সাধারণত কোনও স্কুলে প্রতি ৪০ জন পড়ুয়া পিছু এক জন শিক্ষক থাকলে, সেটি আদর্শ ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ধরা হয়। তবে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ১১০-১২০ জন পড়ুয়া পিছু এক জন শিক্ষক থাকলেও সেটিকে আদর্শ অনুপাত হিসাবে বিবেচনার মধ্যে রাখা হয়।এ নিয়ে আমরা একটি রিপোর্ট তৈরি করছি। ববির (কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম) সঙ্গে কথা হয়েছে, ওঁর দুটো স্কুলকে সংযুক্ত করা হবে। এ রকম বিভিন্ন জায়গার স্কুলগুলিকে সংযুক্ত করা হবে।”

এড়াছাও কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্ট অনুযাযী 'মাধ্যমিকে ড্রপ আউট' বেড়ে গিয়েছে বলে সাংবাদিকরা এদিন শিক্ষামন্ত্রীকে প্রশ্ন করেন। এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রাত্য বসু জানিয়েছেন, “রিপোর্ট আমাকে দেখতে হবে। ওদের রিপোর্ট সবসময় যে নির্ভুল, সেটা আমি বলতে পারব না। তবে এটা ঠিক যে, ক্লাস টেন পর্যন্ত মিড-ডে মিল দেওয়া হয় না। আমরা অনেকবার কেন্দ্রকে বলেছিলাম,

এরপর ৬ পাতায়

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264

Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

প্রয়াত রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিসৌধ বানাবে কেন্দ্র

দিল্লী

প্রয়াত রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিসৌধ বানাবে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী সরকার। এ জন্য নয়াদিল্লির রাজঘাট তথা রাষ্ট্রীয় স্মৃতি পরিসরে জমি চিহ্নিত করল কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রক।এ ব্যাপারে সরকারের থেকে চিঠি পেয়ে মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করে ধন্যবাদ জানালেন প্রণবের মেয়ে তথা প্রাক্তন কংগ্রেস মুখপাত্র শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়।কেন্দ্রে বর্তমান শাসক দল তথা বিজেপির সঙ্গে বরাবর মতাদর্শগত ফারাক ছিল প্রণবের। কিন্তু একই সঙ্গে রাজনৈতিক পরিসরে বিজেপির বহু নেতার সঙ্গে তাঁর বন্ধু সম্পর্ক ছিল। এক সময়ে অটল বিহারী বাজপেয়ী প্রণবের প্রতিবেশী ছিলেন। তখন এক সঙ্গে প্রাতঃভ্রমণে বেরোতেন বাজপেয়ী ও প্রণব।দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে ওঠার আগে থেকেই মোদীর সঙ্গেও প্রণবের একটা সখ্য তৈরি হয়। তা বন্ধু সম্পর্ক বললে সরলীকরণ হবে, বরং অনেকটাই ছিল অভিভাবকের মতো। প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার দুদিন পরই রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন মোদী। সেই সাক্ষাতে বলেছিলেন, কাজে কর্মে কোনও ভুল হলে তক্ষুণি ডেকে পাঠাবেন, আমি চলে আসব।মোদী-প্রণবের এই বোঝাপড়া কংগ্রেসের দুঁদে রাজনীতিকদের অনেকেরই পছন্দের ছিল না। সেই তিক্ততা আরও বাড়িয়ে দেয়, পরের আরও একটি ঘটনা। নাগপুরে আরএসএসের সদর দফতরে গিয়ে প্রণবের বক্তৃতা দেওয়া। সেই সময়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রণবের পদক্ষেপের সমালোচনার করেছিলেন তাঁর মেয়ে শর্মিষ্ঠাও। সেই সমালোচনা অবশ্য প্রণব বিশেষ গায়ে মাখেননি। তিনি মনে করতেন, মতাদর্শের ফারাক থাকলেও আলোচনার দরজা খোলা রাখা উচিত। এমন উদার রাজনেতা তথা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে ভারত রত্ন সম্মানে সম্মানিত করেছিল মোদী সরকার। এবার নয়াদিল্লিতে তাঁর স্মৃতিসৌধর জন্য জমিও বরাদ্দ করল।

(৫ পাতার পর)

রাজ্যে একাধিক স্কুলে কম পড়ুয়া সংখ্যা, বিদ্যালয়গুলি সংযুক্ত করতে তথ্য চাইলেন ব্রাত্য

ক্লাস টেন পর্যন্ত মিড-ডে মিল দেওয়া হোক। তাতে আর্থ-সামাজিক স্তরের পিছিয়ে পড়া পড়ুয়ারা আরও বেশি করে স্কুলে আসতে আগ্রহী হত। টেন পর্যন্ত খাবার দেওয়া হয় না বলে অনেক গরিব মানুষের সমস্যা হয়।"

স্কুলের পড়ুয়ার সংখ্যা, শিক্ষকের সংখ্যা, ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত জানতে রাজ্যের স্কুলগুলির কাছ থেকে তথ্য চেয়ে পাঠিয়েছে বিকাশ ভবন। এ থেকে স্বাভাবিকভাবে স্কুলগুলির সংযুক্তিকরণ ও সারপ্লাস (পড়ুয়ার তুলনায় অতিরিক্ত শিক্ষক) শিক্ষকদের বদলির বিষয়টি সামনে এসেছে। বিকাশ ভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের প্রায় ২৫০ স্কুলে ছাত্র ভর্তির হার প্রায় শূন্য। রাজ্যের ৩ হাজার ৩৬৩টি স্কুলে মাত্র একজন শিক্ষক রয়েছেন। ৮ হাজার ২৬১টি স্কুলে ২০ জনের কম পড়ুয়া রয়েছে। অথচ সেইসব স্কুলগুলিতে পাঁচ-ছয় জন, আবার কোথাও ১০ জন শিক্ষক রয়েছেন। এইসব স্কুলগুলির মধ্যে অনেকগুলিকে সংযুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের।

দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের ভোট ৫ ফেব্রুয়ারি, গণনা ৮ ফেব্রুয়ারি

ড. সমরেন্দ্র পাঠক, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক

নতুন দিল্লি, ৭ জানুয়ারি ২০২৫ (সংস্থা): দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের জন্য সমস্ত ৭০টি আসনে ভোট গ্রহণ ৫ ফেব্রুয়ারি হবে এবং গণনা হবে ৮ ফেব্রুয়ারি।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার আজ একটি সাংবাদিক সম্মেলনে এই বিষয়ে ঘোষণা করেছেন। এর সঙ্গে দিল্লিতে আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হয়েছে।

তিনি জানান, ১০ জানুয়ারি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। মনোনয়নের শেষ তারিখ ১৭ জানুয়ারি। মনোনয়নপত্র যাচাই করা হবে ১৮ জানুয়ারি এবং ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত মনোনয়ন প্রত্যাহার করা যাবে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার আরও জানিয়েছেন যে দিল্লিতে এখন মোট ভোটারের সংখ্যা ১,৫৫,২৪,৮৫৮। এর মধ্যে ৮৩,৪৯,৬৪৫ পুরুষ, ৭১,৭৩,৯৫২ মহিলা এবং ১,২৬১ তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন।

তিনি বলেন, জাতীয় রাজধানীতে মোট ১৩,০৩৩টি ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হবে। প্রতিটি কেন্দ্রে গড়ে ১,১৯১ জন ভোটার থাকবে। ৮৫ বছরের বেশি বয়সীরা বাড়ি থেকে ভোট দিতে পারবেন।

এই উপলক্ষে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ভোটার তালিকায় ভুল অন্তর্ভুক্তি ও বাদ দেওয়া, ইভিএম সংক্রান্ত প্রশ্ন এবং ভোটার শতাংশ বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দেন।

তিনি জানান যে নির্বাচন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত হচ্ছে। ২০২০ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ২১টি রাজ্যে নির্বাচন হয়েছে এবং এর মধ্যে ১৫টি রাজ্যে বিভিন্ন দলের সরকার গঠিত হয়েছে।

ওমরাহ পালন শেষে দেশে ফিরলেন তীর্থযাত্রীরা

মো. জহির

কলকাতা। ওমরাহ পালন শেষে সৌদি আরব থেকে ফেরার সময় তীর্থযাত্রীদের কলকাতা বিমানবন্দরে তাদের পরিবারের সদস্যরা এবং সম্প্রদায়ের সদস্যরা স্বাগত জানান। আল জান্নাহ ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস থেকে ওমরাহ পালন শেষে ফিরে আসা তীর্থযাত্রীরা বিমানবন্দরে ট্রাভেলসের প্রতিষ্ঠাতা মিকেল শওকতের প্রশংসা করেন। ওমরাহ পালনকারী হাজীরা বলেন, তারা আল্লাহর দরবার থেকে এসেছেন এবং সব কিছু ভালো হচ্ছে তারা ট্রাভেলসের সেবাকে খুবই ভালো আখ্যায়িত করে বলেন, কোনো ধরনের সমস্যা হয়নি।

সিনেমার খবর

সোনাক্ষী সিনহা 'ভণ্ড', কেন এই সমালোচনা?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

নতুন বছরে নববর্ষ উদযাপনে মেতে উঠেছে টলিউড থেকে বলিউডের তারকারা। তারকাদের মাঝে কেউ আবার বিদেশে গেছেন ছুটি কাটাতে। মধ্যরাতে আলিয়া-রণবীরের সপরিবারে বর্ষবরণ হোক কিংবা বিরাট-অনুষ্কার অস্ট্রেলিয়ার রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো। তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

সেসবের মধ্যেই আরও একটি ভিডিও নেটিজেনদের নজর কেড়েছে। সোনাক্ষী সিনহা ও জাহির ইকবাল তারকা দম্পতির নতুন বছর উদযাপন দেখে অনেকেই 'আদিখ্যেতা' ও 'ভণ্ড' বলেও কটাক্ষ করেছেন।

এ তারকা দম্পতি অস্ট্রেলিয়ায় খ্রিস্টিয় নববর্ষ উদযাপন করেছে। একেবারে নিজস্ব স্টাইলে নতুন বছর উদযাপন করতে দেখা যায় তাদের। আতসবাজির শব্দ, আলোর রোশনাই মিষ্টি মুহূর্ত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভক্ত-অনুরাগীদের মাঝে শেয়ার করেছেন। ভিডিও পোস্ট করে এ তারকা দম্পতি ক্যাপশনে লিখেছেন, 'আমাদের নতুন বছর হয়ে গিয়েছে।' যে ভিডিও দেখে নেটিজেনরা কটাক্ষ করেছে। কমেন্ট বক্সে একজন লিখেছে, 'দীপাবলিতে বাজি দূষণ ছড়ায়। আর নববর্ষের ক্ষেত্রে কিছুই হয় না। এই সময় পরিবেশ অক্সিজেন পায়। একেই বলে ভণ্ডামি।'

প্রসঙ্গত, ঘরোয়া আয়োজনে পরিবার ও বন্ধুদের উপস্থিতিতে জাহির ইকবালকে বিয়ে করেন সোনাক্ষী। সালমান খানের পার্টিতে আলাপ দু'জনের। সেখান থেকেই প্রেম শুরু। সালমানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইকবাল রতনসির পুত্র জাহির। সেই অর্থে ভাইজানের বউমা হয়েছেন সোনাক্ষী।

সালমানের হাত ধরে বলিউড জার্নি শুরু সোনাক্ষীর, তেমনই ভাইজানের প্রযোজনায় তৈরি নোটবুক ছবির সাথেই অভিনয় ক্যারিয়ার শুরু জাহিরের। হুমা কুরেশির সহ-প্রযোজনায় 'ডাবল এক্সএল' ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করেন এই জুটি। তাদের বিয়েতে হাজির ছিলেন সালমান খান।

কার সাথে প্রেম করছেন শাহরুখপুত্র আরিয়ান?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কখনও নাম জড়িয়েছে নোরা ফাতেহির সঙ্গে, কখনও আবার তারকা-কন্যা অনন্যা পান্ডের সঙ্গে। বলিউডের 'বাদশাহ' শাহরুখ খানের পুত্র আরিয়ান খানের পেশাগত জীবনের থেকে ব্যক্তিগত জীবন সব সময়ই থাকে আলোচনায়। এবার শোনা যাচ্ছে বলিপাড়ার কোনও অভিনেত্রী নন, ব্রাজিলের এক মডেলকে নাকি মন দিয়েছেন শাহরুখ-পুত্র। বহুদিন ধরে এমন গুঞ্জনই শোনা যাচ্ছে বলিপাড়ায়। মডেলের নাম লারিসা বোনেসি। বর্ষবরণের রাতেও সেই চর্চিত প্রেমিকার সঙ্গেই সময় কাটালেন আরিয়ান।

মুম্বাই শহরের এক নৈশপার্টিতে আরিয়ানের নিজস্ব বিপণন সংস্থার পার্টি ছিল। সেখানেই আসেন লারিসা। পার্টিতে প্রবেশ করার সময় তাকে ক্যামেরাবন্দি করেন ছবিশিকারিরা। মুহূর্তে সেই ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে নেটপাড়ায়। তবে দু'জন একসঙ্গে পার্টিতে প্রবেশ করেননি। একসঙ্গে ক্যামেরার সামনে ধরাও দেননি তারা।

বর্ষবরণের পার্টিতে কালো প্যান্টের সঙ্গে সাদা রঙের টি-শার্ট পরেছিলেন আরিয়ান। তার উপরে বেছে নিয়েছিলেন লেয়ার্ড জ্যাকেট। অন্য দিকে, লারিসা বেছে নেন গোলাপি রঙের ঝলমলে পোশাক। মধ্যরাতে এই পার্টি থেকে বেরোন আরিয়ান। মাথা নীচু করে বেরোচ্ছিলেন শাহরুখ-পুত্র। পা পড়ছে বেতালে। ভিডিওতে স্পষ্ট, আকণ্ঠ মদ্যপান করে রয়েছেন আরিয়ান। কোনও মতে মাটির দিকে তাকিয়ে পা ফেলছেন তিনি। একটু এ দিক থেকে ও দিক হলে, পড়ে যেতে পারেন তিনি। তবে সে দিকে লক্ষ্য ছিল নিরাপত্তারক্ষীদের। ফলে নির্বিঘ্নে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যান তিনি। আরিয়ানের পিছন পিছন বেরোন তার মদ্যপ বন্ধুরা। তারাও তাল মিলিয়ে ডান পা-বাঁ পা ফেলতে পারেননি কেউ, ভিডিওতে তেমনই দেখা গেছে।

লারিসাকে দেখা গিয়েছে 'গো গোয়া গন', 'ঠিক্কা' নামের ছবিতে। অন্য দিকে, আরিয়ানও তার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তবে শাহরুখ-পুত্র ক্যামেরার পিছনেই থাকতে চান। ওটিটি প্ল্যাটফর্মে তার পরিচালিত সিনেমা খুব শীঘ্রই মুক্তি পাবে। ছবির প্রযোজক গৌরী খান।

রণবীরের 'ধুরন্ধর' ছবির লুক নিয়ে তোলপাড়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বছরের শুরুতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফাঁস হয়ে গেছে 'ধুরন্ধর' ছবির শুটিংয়ের একটি ভিডিও ক্লিপ। যেখানে দেখা যায়, পাঠান স্যুট পরিহিত রণবীর সিংয়ের ছবি। মাথায় লম্বা চুল, মুখে দাড়ি। শুধু তা-ই নয়, বোঝা যাচ্ছে অ্যাকশন দৃশ্যের বেশ মিল রয়েছে সন্দীপ রেড্ডি বঙ্গার 'অ্যানিম্যাল'-এর সঙ্গে।

ভাইরাল হওয়া ভিডিও দেখে নেটিজেনদের একাংশ বলেন, রণবীর সিংয়ের চেহারা আসলে রণবীর কাপুরের থেকে অনুপ্রাণিত। কেউ কেউ আবার বলেছেন, 'অ্যানিম্যাল'-এর রণবিজয় যদি বলবীর সিংয়ের মতো বড়লোকের ঘরে না জন্মে মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মাত তাহলে ঠিক 'ধুরন্ধর'-এর রণবীর সিংহের মতোই দেখতে লাগত।

এমনকি এক নেটিজেন সরাসরি তুলনা করেছেন 'অ্যানিম্যাল'-এর ফাঁস হওয়া প্রথম লুকের সঙ্গে। সেখানে ঠিক যেভাবে রণবীর কাপুরকে দেখা গেছে একটি গাড়ির গায়ে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে সেভাবেই দেখা গেছে রণবীর সিংকে।

রণবীর বলিউডের অন্যতম প্রতিভাবান অভিনেতা, যিনি যে কোনও চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন। ২০১৮ সালে দীপিকা পাড়ুকোনের বিপরীতে 'পদ্মাবত'-এ অভিনয় করেছিলেন। তার অভিনয় গুণে আর চিত্রনাট্যের কৌশলে খলনায়ক 'খলজি'-ও দর্শকের মন পেয়েছিল।

২০২৩ সালে মুক্তি পেয়েছিল রণবীর কাপুরের 'অ্যানিম্যাল'। সেখানে অবশ্য রণবীর নিজেই নায়ক, কিন্তু তার চরিত্র ছিল উগ্র পৌরুষের নিদর্শন। রণবীর সিংয়ের অনুরাগীরা তাই বলছেন, 'অ্যানিম্যাল'-এর পরিকল্পনা তৈরি হওয়ার আগেই 'অ্যানিম্যাল' চরিত্রে অভিনয় করে ফেলেছেন রণবীর সিংহ।

প্রিমিয়ার লিগ

জয়ে বছর শুরু আর্সেনালের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

শুরুর বিবর্ণতা কাটিয়ে বছরের শুরুটা জয়ে রাঙাল আর্সেনাল। বুধবার রাতে ৩-১ গোলের জয়ে ব্রেন্টফোর্ডের মাঠ ছেড়েছে মিকেল আর্তেতার দল। পাশাপাশি প্রিমিয়ার লিগ টেবিলে দুই নম্বরে ফিরল গার্নারসরা।

ব্রেন্টফোর্ড কমিউনিটি স্টেডিয়ামে ব্রায়ান এমবিউমোর গোলে শুরুতে পিছিয়ে পড়ার পর সমতা টানেন গাব্রিয়েল জেসুস। দ্বিতীয়ার্ধে মিকেল মেরিনো সফরকারীদের এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান বাড়ান গাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি। এই জয়ে লিভারপুলের সঙ্গে ব্যবধান ৬ পয়েন্টে নামিয়ে আনল আর্সেনাল। ১৯ ম্যাচে ১১ জয় ও ৬ ড্রয়ে আর্তেতার দলের পয়েন্ট হলো ৩৯। তাদের চেয়ে এক ম্যাচ কম খেলে ৪৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে লিভারপুল।

এদিন ত্রয়োদশ মিনিটে গোল হজম করে আর্সেনাল। মিকেল ডামসগার্ডের পাস ধরে স্বাগতিক শিবিরে উৎসব এনে দেন এমবিউমো। এরপর গোলের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে সফরকারীরা। একচেটিয়া আধিপত্য দেখালেও সুবিধা করতে পারছিল না আর্সেনাল। তবে ম্যাচঘড়ির ২৯ মিনিটে হেডে প্রতিপক্ষের জাল খুঁজে নেন জেসুস। আর্সেনালের হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সবশেষ চার ম্যাচে ৬ গোল করলেন এই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড।

দ্বিতীয়ার্ধে তিন মিনিটের দ্বিতীয় গোল আদায় করে আর্সেনাল। এই গোলটি করেন মেরিনো। ৫৩তম মিনিটে ছয় গজ বক্সের বাইরে থেকে শটে স্কোরলাইন ৩-১ করেন মার্তিনেল্লি।

চাপ সামলে পাওয়া দারুণ এই জয়ের পরও মিকেল আর্তেতার কণ্ঠে শোনা গেল আত্মবিশ্বাসী বার্তা। তিনি বলেন, 'আমি মনে করি, দল দারুণ আত্মবিশ্বাসী, গোছানো ফুটবল উপহার দিয়েছে, চাপ ধরে রেখে লড়াই চালিয়ে গেছে। আমরা কেবল পরের ম্যাচটি জিততে পারি এবং এরপর দেখা যাবে কী হয়।'

প্রিমিয়ার লিগে পয়েন্ট তালিকায় দুয়ে আর্সেনাল। তবুও মাটিতে পা রাখছেন আর্তেতা। গার্নারসদের কোচ বলেন, 'এটা (শিরোপাভাগ্য) আমাদের হাতে নেই। যা আছে, তা হলো আমাদের কাজটা যেন আমরা ঠিকঠাকমতো করতে পারি।'

ভয়াবহ আর্থিক প্রতারণার সাথে জড়ালো গিলসহ চার ভারতীয় ক্রিকেটারের নাম

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ভয়াবহ আর্থিক প্রতারণার সঙ্গে জড়িয়ে গেল ভারতের তারকা ওপেনার শুভমান গিলসহ আরও তিন ক্রিকেটারের নাম। গুজরাটে চিটফান্ড কেলেঙ্কারির সঙ্গে তারা যুক্ত বলে ভারতীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, ৪৫০ কোটি টাকার চিটফান্ড কেলেঙ্কারির সঙ্গে চার ভারতীয় ক্রিকেটার জড়িত। তাদের সবাইকে তলব করেছে গুজরাটের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। এই চিটফান্ডের অন্যতম কুশীলবকে ইতোমধ্যে আটক করা হয়েছে বলেও দেশটির গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানা গেছে।

বাইশগজে শুভমান গিলের সময়টা ভালো যাচ্ছে না। দীর্ঘদিন বড় রান পাচ্ছেন না। বাদ পড়তে হয়েছে মেলবোর্ন টেস্ট থেকে। তবে শোনা যাচ্ছে, বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির শেষ টেস্টে হয়তো ফের জাতীয় দলে ফিরতে পারেন গিল। কিন্তু সেই ম্যাচ খেলতে নামার আগেই বড়সড় ধাক্কা খেলেন তিনি। চিটফান্ড কেলেঙ্কারির সঙ্গে তারকা ওপেনারের নাম জড়িয়ে গেল।

কেবল শুভমান নয়, গুজরাট টাইটান্সে তার সতীর্থ সাই সুদর্শন, রাহুল তেওয়াটিয়া এবং মোহিত শর্মার নামও জড়িয়েছে ওই চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে। গুজরাটের সংবাদপত্র আহমেদাবাদ মিররে এক প্রতিবেদনে জানা গিয়েছে, দিন কয়েক আগে চিটফান্ড চক্রের চাঁই ভূপেন্দ্রসিং জালাকে জেরা করা হয়েছিল। জিজ্ঞাসাবাদের সময়ই তিনি জানান, ওই চিটফান্ডে বিনিয়োগ করেছিলেন শুভমানসহ চার ক্রিকেটার। সবমিলিয়ে ১ কোটি ৯৫ লাখ রুপি বিনিয়োগ করেন শুভমান। বেশ বড় অঙ্কের অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন বাকি তিন ক্রিকেটারও।

কিন্তু বিনিয়োগ করেও কোনো মুনাফা পাননি এই চার ক্রিকেটার। কেবল শুভমানরাই নন, প্রতারণার শিকার হয়েছেন ১১ হাজার বিনিয়োগকারী। জেরার সময়ে জালা জানিয়েছেন, ২০২০ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত গোটা গুজরাটে মোট ১৭টি অফিস খুলেছিলেন তিনি। চড়া হারে মুনাফা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ১১ হাজার বিনিয়োগকারী জোগাড় করে ফেলেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাউকেই মুনাফার অর্থ দেওয়া হয়নি। সেই অভিযোগের তদন্ত করতে গিয়ে গত ২৭ ডিসেম্বর আটক করা হয় জালাকে। তদন্তের জন্যই সমন পাঠানো হতে পারে শুভমানসহ ৪ ক্রিকেটারকে।

দলবদল নিয়ে কিছুই বলতে চান না আনচেলত্তি

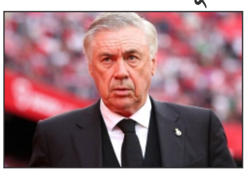

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

এখনই এ নিয়ে কিছু বলতে চান না আনচেলত্তি।

লিভারপুলের ট্রেন্ট অ্যালেকজ্যান্ডার-আর্নল্ডকে নিয়ে রিয়ালের আগ্রহের কথা শোনা যাচ্ছে। ক্রীড়াভিত্তিক ওয়েবসাইট ইএসপিএন তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ইংলিশ রাইট-ব্যাককে দলে টানা চেষ্টায় একবার ব্যর্থ হয়েছে স্প্যানিশ ক্লাবটি। চলতি মৌসুমের পর লিভারপুলের সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়ে যাবে অ্যালেকজ্যান্ডার-আর্নল্ডের।

হাঁটুর চোটে পুরো মৌসুমের জন্য মাঠের বাইরে ছিটকে গেছেন রেয়ালের প্রথম পছন্দের রাইট-ব্যাক দানি কারভাহাল। স্প্যানিশ এই ফুটবলারের জায়গায় নতুন কাউকে দলে যোগ করা নিয়ে কথা বলতে নারাজ আনচেলত্তি।

তিনি বলেন, "এই বিষয়ে কথা বলা কঠিন। দেখব, কি হয়। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি। জানুয়ারিতে আমাদের অনেক খেলা আছে, আমরা সেদিকে মনোযোগী। এই মুহূর্তে দলবদল নিয়ে কথা বলা আমার জন্য সহজ নয়।"

কারভাহাল চোটে পড়ার আগে থেকেই অ্যালেকজ্যান্ডার-আর্নল্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করছে রিয়াল। স্প্যানিশ এই ফুটবলার দীর্ঘ দিনের জন্য ছিটকে পড়ায় তাদের এই চেষ্টা পেয়েছে বাড়তি মাত্রা।

আনচেলত্তি বলেন, "আমি এটা (অ্যালেকজ্যান্ডার-আর্নল্ডকে দলে টানার চেষ্টা) নিয়ে কথা বলতে চাই না, কারণ এটা নিয়ে কথা বলার সময় এখন নয়। আমি বলেছি, আমরা দেখব, দেখব। যে স্কোয়াড আছে তাতে আমি খুশি। আমাদের অনেক সমস্যা ছিল, কিন্তু আমরা সবসময়ই তা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি।"

মেসির উদাহরণ টেনে রোনালদোকে জবাব দিলো ফরাসি লিগ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ইউরোপ ছেড়ে মধ্যপ্রাচ্যে পাড়ি জমানোর পর থেকেই সৌদি লিগের বন্দনায় ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। কখনো কখনো আমেরিকান মেজর লিগ সকারের ওপরে সৌদি ক্লাব ফুটবলকে বসিয়েছেন পর্তুগিজ এই সুপারস্টার। আবার কখনো বিশ্বের সেরা পাঁচ ফুটবল প্রতিযোগিতায় স্থান দিয়েছেন।

ক'দিন আগেই সৌদি লিগকে ফ্রান্সের লিগ ওয়ানের চেয়েও বেশি প্রতিযোগিতামূলক বলে মন্তব্য করেন সিআর'সেভেন। এ নিয়ে বেশ আলোচনা-সমালোচনাও চলেছে। তবে কিছুটা উপহাসমূলক উপায়েই উত্তর দেয় লিগ ওয়ান।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে 'বেস্ট প্লেয়ার ইন দ্য মিডল ইস্ট' পুরস্কার গ্রহণের সময় রোনালদো জানিয়েছিলেন, সৌদি লিগ সেরা পাঁচে থাকবে। এ সময়ে এক সাংবাদিক তার কাছে জানতে চান, সৌদি না ফ্রান্সের লিগ— কোনটি সেরা? জবাবে রাগঢাক না রেখেই সৌদির পক্ষে ব্যাটন ধরেন আল-নাসরের এই ফরোয়ার্ড।

সেদিন রোনালদো বলেছিলেন, 'কোনো সন্দেহ নেই, লিগ ওয়ানের চেয়ে সৌদি লিগই সেরা। ফ্রান্সে আছে শুধু একটি দল— পিএসজি। বাকি সব না থাকার মতো (ফিনিশড)।'

তবে নিজের মন্তব্যের ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তিনি। সিআর'সেভেনের ভাষ্যমতে, 'যদি আমাকে বিশ্বাস না করেন, তাহলে ৩৮, ৩৯ এবং ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় দৌড়ে দেখেন।'

রোনালদোর এই তাপমাত্রার দোহাই লিগ ওয়ানের ভালো লাগেনি। এক্স অ্যাকাউন্টে জবাবও একটু ব্যতিক্রমী উপায়েই দেয় ফরাসি ফুটবল। পোস্টে মেসির বিশ্বকাপে চুমু খাওয়া ছবি জুড়ে দেয় তারা।

লিগ ওয়ানের তরফে সেখানে লেখা হয়, 'লিওনেল মেসিও ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে খেলেছিলেন।'

সেই সঙ্গে ক্যাপশনে আর্জেন্টিনার পতাকা ও গোটের ছবিও ছিল। তবে এমন পোস্ট নিয়েও সমালোচনা চলছে। রোনালদোকে সরাসরি আক্রমণের বিষয়টি ভালোভাবে নেননি কেউ কেউ। অনেকে আবার রোনালদোর বিরুদ্ধেও কমেন্টস করছেন।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR